গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
খাদ্য বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- খাদুব্যম/সর-১/ওএমএস-১/০৯/৪৯ তারিখ ঃ ৬ ফাল্গুন ১৪১৬ / ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১০

বিষয় ঃ **সারাদেশে খোলা বাজারে সুলভ মূল্যে চাল বিক্রয়ের প্রস্তাব সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং- সববি/ওএমএস-০৩/২০১০/৯৬ তারিখ ঃ ১৬-০২-২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব মতে "ওএমএস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত)" এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হয়েছে।

সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

ক) খোলা বাজারে সুলভ মূল্যে চাল বিতরণ কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণ;

খ) আগামী ২৫/০২/২০১০ তারিখ থেকে এ সম্প্রসারিত কার্যক্রম চালু;

গ) বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ শ্রমঘন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে খোলা বাজারে সুলভ মূল্যে চাল বিক্রয় অব্যাহত;

ঘ) ঢাকা মহানগরীসহ শ্রমঘন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এবং অন্যান্য বিভাগীয় (নবগঠিত রংপুর বিভাগীয় শহরসহ) শহর ব্যতীত অবশিষ্ট প্রতিটি জেলা শহরে অবস্থিত পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ (এক) জন করে, প্রতিটি উপজেলা সদরে ৫ (পাঁচ) জন ও জেলা-উপজেলা বহির্ভূত পৌরসভায় ৫ জন করে ওএমএস ডিলার নিয়োগ করে চাল বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

ঙ) ডিলার প্রতি প্রতিদিন বিক্রয়যোগ্য চালের পরিমাণ হবে বস্তার আকারভেদে সর্বোচ্চ ১.০২০ মেঃ টন এবং ট্রাক ডিলারের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪.০০০ মেঃ টন। তবে ট্রাক ডিলারের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ প্রয়োজনের নিরিখে কমানো যাবে।

২। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহের এবং ওএমএস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত) এর আলোকে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং ওএমএস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত) সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা/২০১০
(সংশোধিত)

স্বাক্ষরিত/-১৮/২/২০১০
(মোঃ ইমরুল চৌধুরী)
উপ-সচিব (সরবরাহ-১)
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
E-mail:dsdm@dgfood.gov.bd
Web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- সববি/ওএমএস-০৩/২০১০/১০২(১৮) তারিখ ঃ ১৮/০২/২০১০ খ্রিঃ

কার্যার্থে ঃ

১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা। সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত)।

২-৮। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/সিলেট। ওএমএস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত) সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে এবং নীতিমালা অনুযায়ী এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুরু করে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত)। এছাড়া এ নীতিমালা খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও (www.dgfood.gov.bd) পাওয়া যাবে।

জ্ঞাতার্থে ঃ

৯। সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সদয় অবগতির জন্য। (দৃষ্টি আকর্ষন ঃ উপ-সচিব, সরবরাহ-১)।

১০। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। সদয় অবগতির জন্য।

১১-১৬। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট। সদয় অবগতির জন্য।

১৭। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। স্মারকটি ফ্যাক্সযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

১৮। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, অত্র দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ বদরুল হাসান)
পরিচালক
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ওএমএস নীতিমালা/২০১০
(সংশোধিত)

চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণে সুলভ মূল্যে খোলা বাজারে (ওএমএস) চাল বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার দিয়ে সারাদেশে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রতিকেজি চালের এক্স গুদাম মূল্য হবে ২০.৫০ টাকা, খুচরা বিক্রয় মূল্য হবে ২২.০০ টাকা এবং ডিলারের কমিশন হবে ১.৫০ টাকা। এ কার্যক্রম ২০/০১/২০১০ তারিখ হতে ঢাকা মহানগরী, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার শহরাঞ্চলে ০২/০২/২০১০ তারিখ হতে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে শুরু হয়েছে। আগামী ২৫/০২/২০১০ তারিখ থেকে দেশের সব জেলা শহর, উপজেলা সদর ও জেলা-উপজেলা বহির্ভূত পৌর এলাকায় এ কার্যক্রম শুরু হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ওএমএস কার্যক্রম বন্ধ হবার পরও কোন ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল থেকে গেলে, তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হবে।

১। **কার্যক্রমের আওতা ঃ**

ক) ঢাকা মহানগরীসহ দেশের সব বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা সদর ও জেলা-উপজেলা বহির্ভূত সব পৌরসভায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে

খ) সপ্তাহে ৬ দিন (শনিবার বাদে) ডিলার প্রতি প্রতিদিন ১.০০০ মেঃ টন চাল বিক্রয় করা হবে।

গ) তবে ৮৫ কেজির বস্তায় চাল সরবরাহ করা হলে ডিলার প্রতি প্রতিদিন ১২ বস্তায় ১.০২০ মেঃ টন এবং ৫০ কেজির বস্তায় চাল সরবরাহ করা হলে ডিলার প্রতি প্রতিদিন বরাদ্দের পরিমাণ হবে ১.০০০ মেঃ টন।

২। **পরিচালন ও তত্ত্বাবধান ঃ**

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদর ও অন্যান্য পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

খ) খাদ্য বিভাগের ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার যে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ডিলারদের কাজ তদরকী করতে পারবেন।

গ) খাদ্য অধিদপ্তর তদারকীর জন্য তদারকী দল গঠন বা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে।

৩। **ডিলারের যোগ্যতা ঃ**

ওএমএস ডিলারের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ-

ক) ডিলারকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স হতে হবে।

খ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও পণ্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে।

গ) ডিলারকে প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানদার/চালের খুচরা দোকানদার/সাধারণ ব্যবসায়ী হতে হবে।

ঘ) ডিলারের একসঙ্গে কমপক্ষে ২.০৪০ মেঃ টন চাল সংরক্ষণের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঙ) ডিলারকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে।

চ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে।

ছ) ডিলারকে খাদ্য বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা জায়গায় অস্থায়ী কাঠামো তৈরী করে চাল বিক্রয়ে রাজী হতে হবে।

জ) ডিলারকে আগে ডিলার হিসেবে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভূক্ত, বাতিলকৃত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত নন - এমন ব্যক্তি হতে হবে।

৪। **বিক্রয় প্রক্রিয়া ঃ**

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চাল বিক্রয় করতে হবে ঃ-

ক) সকাল ৯.০০ টা হতে বিকেল ৫.০০ টা অথবা চাল বিক্রয় শেষ হওয়া পর্যন্ত (যা আগে হয়) দোকান খোলা রাখতে হবে।

খ) জনপ্রতি অনুর্ধ্ব ৫ কেজি হারে চাল বিক্রয় এবং বিক্রিত চালের মাষ্টার রোল তৈরী করতে হবে।

গ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ঘ) প্রতিটি ডিলারের কার্যক্রম তদারকী করার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। এ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল বিক্রয় শুরু করতে হবে। তদারকী কর্মকর্তা বিক্রয় স্থলে দিনের বিক্রয়যোগ্য চালের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্তোষ্ট হয়ে বিক্রয় আদেশ দেবেন। তাছাড়া দিনের চাল বিক্রয় শেষে তদারকী কর্মকর্তাকে বিক্রিত চালের মাষ্টার রোল ও মজুদ চাল যাচাই করে রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করতে হবে।

ঙ) ডিলারের দোকান ভোক্তাদের ভিড়ে অপরিসর প্রতীয়মান হলে বা অন্যকোন কারণে প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কোন প্রশস্ত খোলা জায়গায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠামোতে চাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। চাল উত্তোলন ঃ

ক) চাল উত্তোলনের জন্য ডিলারকে চাহিদা পত্র দেয়ার সময় আগের দিনের অবিক্রিত চাল (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী দিনের চাহিদা পত্র তৈরী করতে হবে।

খ) প্রতিটি দোকানে কমপক্ষে ২ দিনের বিক্রয়যোগ্য চাল (১.০০০ X ২ = ২.০০০ মেঃ টন) একসঙ্গে উত্তোলন করতে হবে। তবে কোন ডিলার ইচ্ছা করলে ও সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে একসাথে ৬ দিনের বিক্রয়যোগ্য চাল (সর্বোচ্চ ১.০০০ X ৬ = ৬.০০০ মেঃ টন) উত্তোলন করতে পারবেন।

গ) পরের দিনের বিক্রয়যোগ্য চালের মুল্য কমপক্ষে আগের দিন সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে চাল গুদাম হতে উত্তোলন করতে হবে।

ঘ) ডি,ও ইস্যুকারী কর্মকর্তা চাল সরবরাহকারী গুদামে মজুদ চালের বস্তার আকার (৫০/৮৫ কেজির বস্তা) সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রতিদিন (শনিবার বাদে) বিক্রয়ের জন্য ডিলার প্রতি ২০ বস্তায় ১.০০০ মেঃ টন অথবা ১২ বস্তায় ১.০২০ কেজি হারে চালের মূল্য জমার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডি,ও ইস্যু করবেন।

ঙ) কোন বস্তার ওজন ৫০ বা ৮৫ কেজির কম হবে না। সরকারী গুদাম হতে সরবরাহকালে চালের ২টি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা গ্রহণ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে এর ১টি গুদামে ও আরেকটি ডিলারের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। দোকানের পরিচিতি ঃ

ক) ওএমএস দোকান সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকানে লালসালু কাপড়ের (৬' X ৩') ব্যানার ঝুলাতে হবে এবং ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা থাকতে হবে ঃ

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান

প্রতিকেজি চালের মূল্য - ২২.০০ টাকা।

মাথাপিছু চাল - ০৫ (পাঁচ) কেজি।

এ দোকানে প্রতিদিন (শনিবার বাদে) ১০০০/১০২০ কেজি চাল সকাল ৯.০০ টা হতে বিক্রয় করা হয়।

বস্তার হিসেবে এর পরিমাণ ৮৫ কেজির ১২ বস্তা বা ৫০ কেজির ২০ বস্তা।

খ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য দোকানের কমান্ড এরিয়াতে ঢোল শহরত ও মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। ট্রাকে চাল বিক্রয় ঃ

নীচের শর্তাবলী সাপেক্ষে ঢাকা মহানগরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাক ডিলার নিয়োগ করে প্রতিদিন ১০০ জন ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে চাল বিক্রয় করা হবে ঃ-

(ক) নিয়োজিত ডিলারকে বস্তার আকারভেদে ট্রাক প্রতি ৩৯৯৫/৪০০০ কেজি চাল (৮৫ কেজির ৪৭ বস্তা বা ৫০ কেজির ৮০ বস্তা) বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হবে। তবে প্রয়োজনের নিরিখে এ পরিমাণ কমানো যাবে।

(খ) ডিলারকে ট্রাকে চাল বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হবে।

(গ) ডিলারকে প্রতিদিনের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ চালের মূল্য আগের দিন সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে ডি,ও গ্রহণ করতে হবে এবং চাল বিক্রির দিন সকাল ৮.৩০ মিনিট এর মধ্যে সিএসডি/এলএসডিতে ট্রাক ও ডি,ও সহ সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি ট্রাকে চাল বিক্রয় মনিটরিং এর জন্য একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

(ঙ) গুদাম হতে ট্রাকে চাল বোঝাই করার পর বিক্রয় কেন্দ্রে/স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হবার সময় নির্ধারিত ট্রাকের/স্থানের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে ট্রাকে গৃহিত চাল যাচাই করে ট্রাকে সহযাত্রী হিসেবে বিক্রয় কেন্দ্র/স্থানে যেতে হবে এবং চাল বিতরণ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে।

(চ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট সিএসডি ম্যানেজার এ ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন।

(ছ) ট্রাকে চাল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় শেষে তদারকী কর্মকর্তাকে তাৎক্ষনিকভাবে টেলিফোনে ও পরের দিন লিখিতভাবে প্রতিবেদন সিসিডিআরকে দিতে হবে।

(জ) ওএমএস এর অন্যান্য শর্তাবলী এ ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকবে।

(ঝ) অনুরূপ শর্তাধীনে সরকারী নির্দেশে অন্যান্য মহানগরী বা জেলায় ট্রাকে চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৮। মনিটরিং ঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস এর বিক্রিত ও উত্তোলিত চালের হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলতে হবে। এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, উত্তোলিত ও বিক্রিত পরিমাণ ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি ফ্যাক্স/ই-মেইল/টেলিফোনে ঐ দিন বিকেল ৬.০০ ঘটিকার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সাধারণতঃ সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে প্রত্যাশিত তথ্য এমআইএসএন্ডএম বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না জানানো পর্যন্ত তা বন্ধ করা যাবে না।

৯। ডিলার সংখ্যা ও তাদের নিয়োগ ঃ

এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা শহর, উপজেলা সদর ও জেলা-উপজেলা বহির্ভূত পৌর এলাকা ভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ ডিলার নিয়োগ করতে হবে ঃ-

ক) লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নির্বাচন ও নিয়োগ করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন।

গ) ডিলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বড় বড় হাট-বাজার, শিল্প প্রধান ও ঘনবসতিপুর্ণ এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঘ) সংশি-ষ্ট কমিটি বিগত জানুয়ারী/২০০৮ হতে মে/২০০৮ পর্যন্ত বা তার পরে ওএমএস কার্যক্রমে নিয়োজিতদের মাঝ থেকে যোগ্যতা সম্ভন্নদেরকে ডিলার হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে। এভাবে নিয়োজিতদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিলার নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। তবে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে নিয়োগ দিতে হবে।

ঙ) ঢাকা মহানগরী, সিটি কর্পোরেশন ও জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভোক্তাদের প্রয়োজনের নিরিখে, মহানগর ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থান, জেলা সদর, পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ডিলার নিয়োগের জন্য স্থান নির্বাচন করবে।

চ) ঢাকা মহানগরীতে ট্রাক ডিলার নিয়োগকালে ট্রাক ডিলারের নিকট হতে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। ওএমএস শেষে কোন দায়-দেনা বা দোষ না থাকলে এ জামানত ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন জামানত প্রয়োজন হবে না।

ছ) নিম্নোক্ত কমিটিগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস-এ চাল বিক্রয়ের জন্য বাজার ও ডিলার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে ঃ-

(১) ঢাকা মহানগরী ঃ

১।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-----	সভাপতি
২।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-----	সদস্য
৩।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৪।	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ এর প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৫।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৬।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-----	সদস্য-সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন কমিটি ঃ

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-----	সভাপতি
২।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৪।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	-----	সদস্য
৫।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৬।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	----	সদস্য-সচিব

(৩) জেলা কমিটি ঃ

১।	জেলা প্রশাসক	-----	সভাপতি
২।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-----	সদস্য

৪।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-----	সদস্য
৫।	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৬।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব।

(৪) উপজেলা কমিটি ঃ

১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-----	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-----	সদস্য
৩।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৪।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৫।	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৬।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব

(৫) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) জনবহুল ও দরিদ্র মানুষের ঘনবসতি বিবেচনায় নিয়ে দোকানের জন্য বাজার/স্থান নির্বাচন করা।

(খ) যোগ্যতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে ডিলার নির্বাচন করা।

(গ) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশীপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্যকোন কারণে ডিলারশীপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত ডিলার পুনঃ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০। অঙ্গীকারনামা ঃ

(ক) খাদ্য বিভাগ নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলী সম্বলিত ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে (কপি সংযুক্ত)।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভংগ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভংগ করলে, ডিলারের ডিলারশীপ বাতিল করা যাবে ও অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হবে।

(গ) এ ছাড়া প্রচলিত আইনে ডিলারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

স্বাক্ষরিত/- ১৮/০২/১০
(বি ডি মিত্র)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঃ অঙ্গীকারনামা (ওএমএস ডিলার) ঃ

আমি ....
পিতা/স্বামী- ....
মাতা - .... ওয়ার্ড নং- ....
পূর্ণ ঠিকানা - ....
....,
ওএমএস ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল বিক্রয় করতে বাধ্য থাকব।

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

৩) আমার নির্ধারিত দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী লালসালু কাপড়ে ব্যানার (৬ ফুট x ৩ ফুট) ঝুলিয়ে রাখব। ''ব্যানারে'' নিম্নরূপ লেখা থাকবে ঃ-

<u>খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান</u>

প্রতিকেজি চালের মুল্য - ২২.০০ টাকা।
মাথাপিছু চাল - ০৫ (পাঁচ) কেজি।
এ দোকানে প্রতিদিন (শনিবার বাদে) ১০০০/১০২০ কেজি চাল সকাল ৯.০০ টা হতে বিক্রয় করা হয়।
বস্তার হিসেবে এর পরিমাণ ৮৫ কেজির ১২ বস্তা বা ৫০ কেজির ২০ বস্তা।

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব।

৫) চালের হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারী মাষ্টার রোল নির্বাহ করব।

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য মালামালের বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উলি-খিত দোকানের ঠিকানায় বা খাদ্য অধিদপ্তর নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ **<u>(দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে)</u>** হারে অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে।

১১) ওএমএস মূল্যের দোকানের ডিলার হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশীপ বাতিল ও কালো তালিকাভূক্ত করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর ঃ ....
দোকানের নাম ঃ ....
দোকানের ঠিকানা ঃ ....
....

ঃ অঙ্গীকারনামা (ওএমএস ট্রাক ডিলার) ঃ

আমি ....
পিতা/স্বামী- ....
মাতা - .... ওয়ার্ড নং- ....
পূর্ণ ঠিকানা - ....
...., ঢাকা,
ওএমএস ট্রাক ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ট্রাকের মাধ্যমে আমার জন্য নির্ধারিত স্থানে (ওএমএস খাতে) চাল বিক্রি করতে বাধ্য থাকব।

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

৩) আমার ট্রাকের সামনে নির্ধারিত সাইজের লালসালু কাপড়ে ব্যানার (৬ ফুট X ৩ ফুট) ঝুলিয়ে রাখব। ‘‘ব্যানারে’’ নিম্নরূপ লেখা থাকবে ঃ-

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত সুলভ মূল্যে চাল বিক্রি

প্রতিকেজি চালের মূল্য - ২২.০০ টাকা।
মাথাপিছু চাল - ০৫ (পাঁচ) কেজি।
এ স্থানে প্রতিদিন (শনিবার বাদে) ৩৯৯৫/৪০০০ কেজি চাল সকাল ৯.০০ টা হতে বিক্রয় করা হয়।
বস্তার হিসেবে এর পরিমাণ ৮৫ কেজির ৪৭ বস্তা বা ৫০ কেজির ৮০ বস্তা।

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই ট্রাকযোগে চাল নিয়ে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকব।

৫) চালের হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারী মাষ্টার রোল নির্বাহ করব।

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষাকল্পে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং নির্ধারিত স্থানে ট্রাকযোগে চাল বিক্রি করার জন্য মজুদ রাখব।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে ট্রাকযোগে খোলাবাজারে চাল বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে **(দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে)** অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য (দন্ডমূলক হারে) আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে।

১১) ওএমএস এর ট্রাক ডিলার হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশীপ বাতিল বা কালো তালিকাভূক্ত করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর ঃ ....
দোকানের নাম ঃ ....
দোকানের ঠিকানা ঃ ....
.... ।

নিয়োগযোগ্য ডিলারের সংখ্যা

ক্রঃ নং	সিটি কর্পোরেশন/ বিভাগীয় শহর/জেলা শহর	ডিলারের সংখ্যা	ডিলার প্রতি প্রতি ওএমএস দিবসে সর্বোচ্চ বরাদ্দ	মন্তব্য
১।	ঢাকা মহানগর	১০০ জন ট্রাক ডিলার	৪.০০০ মেঃ টন	-
২।	ঢাকা মহানগর	৪০০ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৩।	ঢাকা জেলা	৫০ জন ওএমএস ডিলার ১০ জন ট্রাক ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৪।	নারায়ণগঞ্জ জেলা	৫০ জন ওএমএস ডিলার ১০ জন ট্রাক ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৫।	গাজীপুর জেলা	১০০ জন ওএমএস ডিলার ১০ জন ট্রাক ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৬।	নরসিংদী জেলা	৫০ জন ওএমএস ডিলার ১০ জন ট্রাক ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৭।	রাজশাহী বিভাগীয় শহর	৫০ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৮।	রংপুর বিভাগীয় শহর	২৫ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
৯।	চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহর	৪১ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
১০।	খুলনা বিভাগীয় শহর	৩১ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
১১।	বরিশাল বিভাগীয় শহর	৩০ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
১২।	সিলেট বিভাগীয় শহর	২৭ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
১৩।	বাকী প্রতিটি জেলা শহর (৫৪ টি)	প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন করে ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
১৪।	প্রতিটি উপজেলা সদর	৫ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-
১৫।	প্রতিটা জেলা-উপজেলা বহির্ভূত পৌরসভা	৫ জন ওএমএস ডিলার	১.০২০ মেঃ টন	-